নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মোটরসাইকেল শোডাউন

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে মোটরসাইকেল শোডাউন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলো। এ সময় মশাল মিছিলে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে আবারও আল্টিমেটাম দিয়েছেন বিএনপি নেতারা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে এ মোটরসাইকেল শোডাউন ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মোটরসাইকেল শোডাউনটি বিক্ষোভ মিছিল আকারে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে বক্তারা সাম্প্রতিক মশাল মিছিলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, গত ৩ জুন বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে বনবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। পরে সেই মিছিলের ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের দাবি, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করা এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

প্রতিবাদ সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, “দামুড়হুদার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন হাতে মিছিল বের করে একটি মহল পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “পুলিশ প্রশাসনকে আমরা ১২ ঘণ্টার সময় দিয়েছিলাম। তারা এখন পর্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আবারও সময় দেওয়া হলো। এর মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে বিএনপি ও

অঙ্গসংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

সমাবেশ থেকে আগামীকাল সোমবার বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী কর্মসূচিতে উপজেলার সব পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিত থাকার আহ্বানও জানানো হয়।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এদিকে, মশাল মিছিলের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে মনোনীত হওয়ায় শরিফুজ্জামান শরিফকে সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফকে এক বর্ণাঢ্য গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এ গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন।

গণসংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক শরিফুজ্জামান শরিফ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পিটু, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক সেলিমুল হাবিব প্রমুখ।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এমদাদুল হক, যুবদলের আহ্বায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল, সদস্যসচিব রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক নাজিমুদ্দিন মোল্লা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাহিদ হাসান শুভ, সদস্যসচিব রাসেল, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসান রিংকু, কুমারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলম শাহ, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদার হোসেন, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেন, হারদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মনির হোসেন, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, জেহালা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শহিদুজ্জোহা মিল্টন, বাড়াদী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও কৃষক দলের নেতা তোবারক হোসেন, চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বিপ্লব হোসেনসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি-সম্পাদকগণ।

এছাড়াও উপজেলা ও পৌর বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলসহ অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী এবং স্থানীয় সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা শেষে নবনিযুক্ত প্রশাসককে নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ বলেন,

“আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি, দূর-দূরান্ত থেকে আসা আমার প্রাণপ্রিয় দলীয় সহকর্মী, বীর জনতা এবং উপস্থিত

সাংবাদিক ভাইয়েরা সবার প্রতি আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা।

আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান ও ভালোবাসায় সিক্ত করলেন, তার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে আমার এই নিয়োগ আসলে কোনো ব্যক্তিগত পদ বা ক্ষমতার বিষয় নয়; এটি চুয়াডাঙ্গার আপামর জনসাধারণ এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির ত্যাগী নেতাকর্মীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও ত্যাগের ফসল।”

শরিফুজ্জামান শরিফ আরও বলেন, “১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে পারিনি। বিজয়ী করতে না পারার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। পরাজয়ের পর অনেকেই খুশি হয়েছেন, অনেকেই বলে বেড়িয়েছেন আমরা ছাড়া পাশ করা সম্ভব নয়। অনেকেই সরাসরি বিরোধিতা করেছেন, আবার অনেকে গোপনে বিরোধিতা করেছেন।

আমি একটি বার্তা আপনাদের দিতে চাই। ২০০৮ সালে ধানের শীষের প্রার্থী ছিলেন অহিদুল ইসলাম বিশ্বাস। জামায়াতে ইসলামীসহ ১৮-দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে আমরা এক লাখ ভোট পেয়েছিলাম।”

তিনি বলেন, “আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, জেলা পরিষদকে আমি সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত এবং জনবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব। অতীতে যারা জেলা পরিষদকে নিজেদের পকেট ভারী করার মাধ্যম বানিয়েছিল, তাদের দিন শেষ। এখন থেকে প্রতিটি বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্প সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গাসহ চুয়াডাঙ্গার রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি যেন তা সঠিকভাবে পালন করতে পারি, সে জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই।

দলের মধ্যে কোনো গ্রুপিং করবেন না। অতীতে আমরা গ্রুপিংয়ের কারণে এই আসনটি হারিয়েছি। আসনটি পুনরুদ্ধার করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের মনে রাখতে হবে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এখনো শেষ হয়ে যায়নি। দেশের এই ক্রান্তিকালে আমাদের আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। কোনো ধরনের

অন্যায় বা অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আমি আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য। আপনারা যেভাবে অতীতে সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দলের পতাকা ধরে রেখেছিলেন, আগামীতেও ঠিক সেভাবেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চুয়াডাঙ্গাকে একটি সমৃদ্ধ ও মডেল জেলায় রূপান্তর করতে আমাকে সহযোগিতা করবেন।”

দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদেশে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনায় শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য ও যুবদলের অন্যতম নেতা রকিবুল হাসান ব্রাইটের নেতৃত্বে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ মিছিলটি দর্শনা রেলইয়ার্ড চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে পৌঁছে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে মিছিলটি শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য রকিবুল হাসান ব্রাইট। এ সময় তিনি বলেন,

“বিগত দিনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল ও ছাত্রদল দর্শনায় প্রকাশ্যে জনসম্মুখে বুক ফুলিয়ে মিছিল-মিটিং করেছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের যদি সৎ সাহস থাকে, তবে তারা প্রকাশ্যে মাঠে এসে দেখাক। অযথা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। যদি কোনো ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, তবে তার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য যুবদল ও ছাত্রদল রাজপথে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।”

মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য মিতুল মিয়া, সুলতান, শাহাবুদ্দিন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য হারেজ উদ্দিন, যুবদল নেতা মমিন, মিতু, রকি, জাবেদ, চঞ্চল, রনি, মদন মণ্ডল, সাগর, সোহাগ, ইউনুস, অনিক, সাজু ও মনির। দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মাস্টার, সদস্যসচিব রাশিদুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সাঈদ রতন। জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিয়েল ইসলাম লিওন, যুগ্ম সম্পাদক সামাউল হাসান, আরিফ হোসেন, কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন মোফা, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি শোয়েব আহমেদ, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের হাসিবুল ইসলাম, শান্ত আহমেদ, ১ নম্বর সদস্য আরিফ খান, মামুন, খালিদ, সাইফুল্লাহ এবং ছাত্রনেতা আমিন, ইমন, আল-আমিন, শরিফ, সবুজসহ স্থানীয় অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণায় মেহেরপুরে যুবদলের আনন্দ মিছিল

কেন্দ্রীয় যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে আব্দুল মোনায়েম মুন্নাকে সভাপতি, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়নকে সাধারণ সম্পাদক এবং মেহেরপুরের সন্তান প্রিন্স আহমেদ ইমরানকে তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক মনোনীত করায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মেহেরপুরে জেলা যুবদলের উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌরসভা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, বারাদী ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, সদর উপজেলা যুবদল নেতা শফিকুল ইসলাম মিঠুন, পৌর যুবদল নেতা রাকিবুল ইসলাম রিপনসহ যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এ সময় নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সফলতা কামনা করেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কেন্দ্রীয় যুবদলের তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক হলেন মেহেরপুরের প্রিন্স আহমেদ ইমরান

বিএনপির অঙ্গসংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদলের ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মেহেরপুরের সন্তান প্রিন্স আহমেদ ইমরান।

বৃহস্পতিবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের বিষয়টি জানানো হয়।

নতুন ঘোষিত কমিটিতে যুবদলের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ও পুরোনো নেতাদের ওপরই আস্থা রেখেছে বিএনপি। সংগঠনটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব

পেয়েছেন আবদুল মোনায়েম।

মেহেরপুরের সন্তান প্রিন্স আহমেদ ইমরান কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনীত হওয়ায় জেলা ও স্থানীয় বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির উদ্যোগে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা, খাবার বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের ভূমি অফিসপাড়ায় পৌর বিএনপির দক্ষিণ শাখা কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম এ বারী ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, “শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম প্রবর্তক। দেশের সংকটময় সময়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ও কর্মময় জীবন নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।”

তিনি আরও বলেন, “জিয়াউর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।”

আলোচনা সভা শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। পরে উপস্থিত নেতাকর্মী ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পৌর বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, আখেরুজ্জামান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনাসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়ালসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক জীবন, দেশের স্বাধীনতা, উন্নয়ন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন। তারা তাঁর আদর্শ ধারণ করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে বারাদী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি নেতা সেলিম মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

হাসানুজ্জামান বিট্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা তাঁতী দলের সভাপতি আরজুল্লাহ রহমান বাবলু মাস্টার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, “ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘সবার আগে বাংলাদেশ’। আর এই ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ গড়তে হলে, বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং বঞ্চিত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হলে বিএনপিকে শক্তিশালী করতে হবে। তারেক রহমান যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সর্বপ্রথম বিএনপিকে বাঁচাতে হবে।”

এ সময় বারাদী ইউনিয়ন বিএনপি ও এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকীতে জেলা বিএনপির নানা কর্মসূচি

সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও পৌর এলাকায় দোয়া মাহফিল, খাবার বিতরণ এবং আলোচনা সভাসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

শনিবার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও গণখাদ্য বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের স্বজন এবং পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

এছাড়া মেহেরপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে দিনব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আশরাফপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ করা হয়। একইভাবে আমদহ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড বামনপাড়া বিএনপির পক্ষ থেকেও দোয়া ও খাবার বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক

লিটন, রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহসহ জেলা, উপজেলা, পৌর বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কর্মময় জীবন, দেশপ্রেম এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। পরে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে পৌর বিএনপির আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর বিএনপির আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কর্মময় জীবন, দেশপ্রেম, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দেশের উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, যিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই বিএনপির নেতাকর্মীরা দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

আলোচনা সভা শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।